লেকচার ১২

♦ যতি বা ছেদ চিহ্ন ♦ উপসর্গ

যতি বা ছেদ চিহ্ন

যতি বা ছেদ চিহ্ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা

বাংলা যতি বা ছেদ চিহ্নকে বিরাম চিহ্নও বলা হয়। বাংলা সাহিত্যে যতি চিহ্নের প্রবর্তক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাংলা ব্যাকরণে মোট ১৪টি যতি চিহ্ন রয়েছে (নবম-দশম শ্রেণীর নতুন বোর্ড বই অনুযায়ী, পূর্বে ছিল ১২টি)।

যথা: দাঁড়ি (।), কমা (,), সেমিকোলন (;), প্রশ্নচিহ্ন (?), বিস্ময়চিহ্ন (!), হাইফেন (-), ড্যাশ (—), কোলন (:), বিন্দু (.), লোপচিহ্ন (’), ত্রিবিন্দু (...), উদ্ধারচিহ্ন (‘-’, “-”), বন্ধনীচিহ্ন ((-)), ({-}), ([-]), বিকল্পচিহ্ন (/)।

বাক্যের অর্থ সুস্পষ্টভাবে বোঝাবার জন্য বাক্যের মধ্যে বা বাক্যের সমাপ্তিতে কিংবা বাক্যে আবেগ, হর্ষ, বিষাদ, জিজ্ঞাসা ইত্যাদি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে বাক্য-গঠনে যেভাবে বিরতি দিতে হয় এবং লেখার সময় বাক্যের মধ্যে তা দেখাবার জন্য যেসব সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়,তা-ই যতি বা ছেদ চিহ্ন।

নিচে বিভিন্ন প্রকার যতি-চিহ্নের নাম, আকৃতি এবং তাদের বিরতি কালের পরিমাণ নির্দেশিত হলো :

যতি চিহ্নের নাম	আকৃতি	বিরতি-কাল-পরিমাণ
কমা	,	১ (এক) বলতে যে সময় প্রয়োজন
সেমিকোলন	;	১ বলার দ্বিগুণ সময়।
দাঁড়ি (পূর্ণচ্ছেদ)	।	এক সেকেন্ড।
জিজ্ঞাসা চিহ্ন	?	ঐ
বিস্ময় চিহ্ন	!	ঐ
কোলন	:	ঐ
কোলন ড্যাস	:-	ঐ
ড্যাস	-	ঐ
হাইফেন	–	থামার প্রয়োজন নেই।
ইলেক বা লোপ চিহ্ন	’	থামার প্রয়োজন নেই।
উদ্ধৃতি চিহ্ন	“ ”	‘এক’ উচ্চারণ যে সময়।
ব্র্যাকেট (বন্ধনী চিহ্ন)	()	থামার প্রয়োজন নেই।
	{}	থামার প্রয়োজন নেই।
	[ ]	থামার প্রয়োজন নেই।
বিকল্প চিহ্ন	/	
বিন্দু চিহ্ন	.	

বিরাম বা যতি বা ছেদ চিহ্নের ব্যবহার

দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ (।) .

বাক্যের শেষ বুঝাতে দাঁড়ি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

কমা বা পাদচ্ছেদ (,) .

বাক্যের মধ্যে যেখানে অল্প বিরতির প্রয়োজন হয়, সেখানে কমা ব্যবহৃত হয়।

ক. এক জাতীয় একাধিক পদ পরপর থাকলে শেষ পদটি ছাড়া অন্যান্য পদগুলোর পর কমা বসে।
খ. সম্বোধন পদের পরে কমা বসে।
গ. জটিল বাক্যে অর্থাৎ অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত বাক্যংশের পরে কমা বসাতে হয়।
ঘ. উদ্ধরণ বা উদ্ধৃতিচিহ্নের পূর্ববর্তী পদের শেষে কমা বসে।
ঙ. তারিখ লিখতে বার ও মাসের পর কমা বসে।
চ. ঠিকানা লিখতে বাড়ি ও রাস্তার নম্বরের পর কমা বসে।
ছ. নামের পর ডিগ্রিসূচক পরিচয় লিখতে কমা বসে।

সেমিকোলন বা অর্ধচ্ছেদ (;) .

বাক্যে কমার চেয়ে একটু বেশি বিরতির প্রয়োজন হলে দুটি বাক্যের মাঝে সেমিকোলন বসে।

ক. একাধিক বাক্য সংযোজক অব্যয়ের সাহায্যে যুক্ত না হলে সেমিকোলন বসে।
খ. যে জন্য, তবু, তথাপি, তারপর, সুতরাং ইত্যাদি যেসব অব্যয় অনুমান প্রকাশ করে তাদের আগে বা দুটি সন্নিহিত হলে সেমিকোলন বসে।
গ. যেসব বাক্যে ভাব সাদৃশ্য আছে তাদের মধ্যে সেমিকোলন বসে।
ঘ. ছোট ছোট বিতর্কিত অংশ নির্দেশ করার জন্য সেমিকোলন বসে।
ঙ. একাধিক স্বাধীন বাক্যকে একটি বাক্যে লিখলে সেগুলোর মাঝখানে সেমিকোলন বসে।

প্রশ্নবোধক বা জিজ্ঞাসা চিহ্ন (?) .

বাক্যে কোনো কিছু জানতে চাইলে বা জিজ্ঞাসা বুঝালে সে বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক বা জিজ্ঞাসা চিহ্ন বসে।

বিস্ময়সূচক চিহ্ন (!) .

যে বাক্যে মনের আবেগ অর্থাৎ আনন্দ, দুঃখ, বেদনা, ঘৃণা ইত্যাদি প্রকাশ পায়, তার পরে বিস্ময়সূচক চিহ্ন বসে।

ক. যেসব পদে বা বাক্যে বিস্ময়, ভয়, হর্ষ, ঘৃণা, আবেগ ইত্যাদির ভাব প্রকাশ পায়, সেসব পদ বা বাক্যের শেষে বিস্ময় চিহ্ন বসে।
খ. ভাবের বিশেষ অভিব্যক্তি বুঝাতে হলে সম্বোধন পদের পরে বিস্ময়সূচক চিহ্ন বসে।
গ. সবিস্ময় প্রশ্নের জায়গার প্রশ্নচিহ্নের পরিবর্তে শুধু বিস্ময়সূচক চিহ্ন বসে।
ঘ. হৃদয়াবেগ প্রকাশ করতে হলে বিস্ময় চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

হাইফেন বা সংযোগ চিহ্ন (-) .

যৌগিক বা সমাসবদ্ধ পদের অংশগুলো পৃথকভাবে দেখাতে হাইফেন বা সংযোগ চিহ্নের ব্যবহার হয়।

ক. দিক বা স্থান বুঝাতে হাইফেন বসে।
খ. বিভক্তি চিহ্নের পরিবর্তে হাইফেন বসে।
গ. অনুষ্ঠান বুঝালে হাইফেন বসে।
ঘ. সংখ্যা বা প্রতি সংখ্যা বুঝাতে হাইফেন বসে।

ড্যাশ (–) .

জটিল ও যৌগিক বাক্যে দুই বা ততোধিক বাক্যের সংযোগ বুঝাতে ড্যাস চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

ক. বাক্যের গঠনে আকস্মিক পরিবর্তন চিহ্নিত করার জন্য ড্যাশ ব্যবহৃত হয়।
খ. বাক্যের মধ্যে উদ্ধৃতি, দৃষ্টান্ত ইত্যাদি যুক্ত করার প্রয়োজনে ড্যাশ ব্যবহৃত হয়।
গ. ইতস্তত বা দ্বিধা প্রকাশের জন্য ড্যাশ বসে।
ঘ. উদ্ধৃতি চিহ্নের পরিবর্তে ড্যাশ বসতে পারে।
ঙ. ছড়ানো ব্যক্তি বা বিষয়গুলোকে বাক্যের আরম্ভে গচ্ছিত করতে ড্যাশ বসে।

চ. কোনো কথার দৃষ্টান্ত বা বিস্তার বোঝাতে ড্যাশ বসে।
ছ. বাক্য অসম্পূর্ণ থাকলে বাক্যের শেষে ড্যাশ বসে।
জ. গল্প-উপন্যাসে প্রসঙ্গ পরিবর্তনে বা ব্যাখ্যায় ড্যাশ বসে।
ঝ. নাটক বা গল্প-উপন্যাসে সংলাপের আগে ড্যাশ বসে।

কোলন (:) .

ক. কোনো উদাহরণ দিতে, কারো বক্তব্য বা রচনাংশ তুলে ধরতে কোলন ব্যবহৃত হয়।
খ. বাক্যে কোনো প্রসঙ্গ অবতারণার আগে কোলন বসে।
গ. দৃষ্টান্ত দিতে হলে কোলন ব্যবহৃত হয়।
ঘ. ও, রা, এবং এসব অব্যয় ব্যবহার না করে কোলন ব্যবহার করা যায়।
ঙ. কোনো উদ্ধৃতির আগে কোলন বসে।

উদ্ধারচিহ্ন ('-'), ("-") .

কোনো কিছু উদ্ধৃত করার কাজে উদ্ধারচিহ্নের ব্যবহার হয়। উদ্ধারচিহ্ন দুই রকম: একক ও দ্বৈত। যেমন- 'সিরাজউদ্দৌলা' একটি ঐতিহাসিক নাটক।
আমাদের কণ্ঠ শুনে প্রিয়ন্তি ঘর থেকে বেরিয়ে এল, "ও আপনারা এসে গেছেন! বাসা চিনতে কোনো কষ্ট হয়নি তো?"

বন্ধনী চিহ্ন () {} [] .

অতিরিক্ত তথ্য উপস্থাপন ও কালনির্দেশের ক্ষেত্রে বন্ধনীর ব্যবহার হয়। বন্ধনী তিন প্রকার: প্রথম বন্ধনী (), দ্বিতীয় বন্ধনী { } ও তৃতীয় বন্ধনী []। যেমন-
তিনি বাংলা ভাষার বিবর্তন (চর্যাপদের সময় থেকে পরবর্তী) নিয়ে আলোচনা করবেন।
কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে পরিচিত।

বিন্দু (.).

শব্দসংক্ষেপ, ক্রমনির্দেশ ইত্যাদি কাজে বিন্দু ব্যবহৃত হয়। যেমন-
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
ভাষার প্রধান উপাদান চারটি: ১. ধ্বনি, ২. শব্দ, ৩. বাক্য ও ৪. বাগর্থ।

ত্রিবিন্দু (...).

কোনো অংশ বাদ দিতে চাইলে ত্রিবিন্দু ব্যবহার হয়। যেমন-
তিনি রেগে গিয়ে বললেন, "তার মানে তুমি একটা... ।"
আমাদের ঐক্য বাইরের। ... এ ঐক্য জড় অকর্মক, সজীব সকর্মক নয়।

বিকল্প চিহ্ন (/).

একটির বদলে অন্যটির সম্ভাবনা বোঝাতে বিকল্পচিহ্নের ব্যবহার হয়। যেমন- শুদ্ধ/অশুদ্ধ চিহ্নিত করো।

**** নিম্নোক্ত যতিচিহ্ন গুলো পূর্বে ছিল, এখন নেই।**

কোলন ড্যাশ (:-) .

উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত দিতে কোলন ড্যাস ব্যবহৃত হয়।

উদ্ধরণ/উদ্ধৃতি চিহ্ন (" ") .

ক. অন্যের লেখার অবিকল উদ্ধৃতি দিতে অথবা উক্তির শুরুতে ও শেষে উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।
খ. উদ্ধৃতি বা উক্তির মধ্যে অন্য উদ্ধৃতি বা উক্তি থাকলে ভিতরের অংশের শুরুতে ও শেষে উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।
গ. কোনো বিশেষ্য শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বা গ্রন্থের নাম লিখতে উদ্ধৃতি চিহ্ন বসে।

ইলেক বা লোপ চিহ্ন (') .

কোনো পদ বা শব্দের মধ্যে একটি বর্ণ লেখা না হলে বা লোপ পেলে এ চিহ্ন বসে।

জোড় দাঁড়ি ॥ .

মাঝে মাঝে পদ্যের দ্বিতীয় চরণের শেষে জোড় দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়।

আলোচ্য টপিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১. লেখার সময় বিশ্রামের জন্য আমরা যে চিহ্নগুলো ব্যবহার করে থাকি, সেগুলোকে কী বলে?
ক. বিশ্রাম চিহ্ন খ. বিরাম চিহ্ন গ. বিভাজন চিহ্ন ঘ. সাংস্কৃতিক চিহ্ন **উ: খ**

২. বিরাম চিহ্ন কেন ব্যবহৃত হয়?
ক. বাক্য সংকোচনের জন্য খ. বাক্যের অর্থ স্পষ্টকরণের জন্য গ. বাক্যের সৌন্দর্যের জন্য ঘ. বাক্যকে অলংকৃত করার জন্য উ: খ

৩. বাংলা ভাষায় যতি চিহ্নের প্রচলন করেন-
ক. প্রমথ চৌধুরী খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. মাইকেল মধুসূধন দত্ত **উ: খ**

৪. বিরাম চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না-
ক. বাক্যের অর্থ সহজভাবে বোঝাতে খ. শ্বাস বিরতির জায়গা দেখাতে
গ. বাক্যকে অলংকৃত করতে ঘ. বক্তার মেজাজ স্পষ্ট করতে **উ: ঘ**

৫. বাংলা ভাষায় যতি বা ছেদচিহ্ন মোট কয়টি?
ক. ৯টি খ. ১০টি গ. ১১টি ঘ. ১২টি **উ: ঘ**
নোট: ৯ম-১০ম শ্রেণির নতুন বাংলা ব্যাকরণ অনুযায়ী যতি চিহ্ন ১৪টি।

৬. পাদচ্ছেদ কার পরিভাষা?
ক. কমা খ. সেমিকোলন গ. কোলন ঘ. প্যারাগ্রাফ **উ: ক**

৭. 'কমা' কোথায় বসে?
ক. বাক্যের মাঝে কোনো পদ ব্যাখ্যা করার জন্য খ. কোনো অপূর্ণ বাক্যের পর
গ. সম্বোধন পদের পরে ঘ. প্রশ্ন বোঝানোর জন্য **উ: গ**

৮. নিচের কোনটিতে বিরাম চিহ্ন যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়নি?
ক. ডিসেম্বর ১৬, ১৯৭১ খ. ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ গ. ২৬ মার্চ, ১৯৭১ ঘ. পয়লা বৈয়াশ, চৌদ্দশত সাত **উ: খ**

৯. বাক্যের সম্বোধন পদ থাকলে তার পরে যে চিহ্ন বসে-
ক. দাঁড়ি খ. সেমিকোলন গ. কমা ঘ. কোলন **উ: গ**

১০. তারিখ লিখতে কোন যতি চিহ্নের ব্যবহার হয়?
ক. সেমিকোলন খ. কমা গ. দাঁড়ি ঘ. কোলন **উ: খ**

১১. বাড়ি বা রাস্তার নামের পরে কোন যতিচিহ্ন বসে?
ক. দাঁড়ি খ. কোলন গ. কমা ঘ. ড্যাস **উ: গ**

১২. একাধিক স্বাধীন বাক্য একটি বাক্যে লিখতে সেগুলোর মাঝখানে কোন চিহ্ন বসে?
ক. হাইফেন খ. সেমিকোলন গ. ড্যাশ ঘ. কমা **উ: খ**

১৩. দুটি বাক্যের মধ্যে অর্থের সম্বন্ধ থাকলে কোন বিরামচিহ্ন বসে?
ক. সেমিকোলন খ. কোলন গ. হাইফেন ঘ. কমা **উ: ক**

১৪. বাক্যে সেমিকোলন (;) থাকলে কতক্ষণ থামতে হয়?
ক. ১ বলতে যে সময়্য খ. এ সেকেন্ড গ. ১ বলার দ্বিগুণ সময় ঘ. থামার প্রয়োজনে নেই **উ: গ**

১৫. বাক্যে কমা অপেক্ষা বেশি বিরতির প্রয়োজন হলে কী বসে/ যেখানে কমা অপেক্ষা অধিক বিরাম আবশ্যক সেখানে কোন চিহ্ন ব্যবহার হয়?
ক. কোলন খ. ড্যাশ গ. সেমিকোলন ঘ. দাঁড়ি **উ: গ**

১৬. কোন যতিচিহ্ন বাক্যের মধ্যকার বিরতি-কাল নির্দেশ করে?
ক. হাইফেন খ. লোপ গ. সেমিকোলন ঘ. বন্ধনী **উ: গ**

১৭. কোনটি প্রান্তিক বিরাম চিহ্ন?
ক. দাঁড়ি খ. কমা গ. কোলন ঘ. ড্যাশ **উ: ক**

১৮. 'কী বললে, আমি পাগল —— শূন্য স্থানে বসবে-
ক. ড্যাশ খ. বিস্ময় চিহ্ন গ. দাঁড়ি ঘ. প্রশ্নবোধক চিহ্ন **উ: ঘ**

১৯. বাক্যে দাঁড়ি (।) থাকলে কতক্ষণ থামতে হয়-
ক. এক (১) সেকেন্ড বিরতির প্রয়োজন খ. এক (১) বলতে যে সময় লাগে
গ. এক (১) বলার দ্বিগুণ সময় ঘ. দুই (২) সেকেন্ড **উ: ক**

২০. একটি অপূর্ণ বাক্যের পর অন্য একটি বাক্যের অবতারণা করতে হলে কোন বিরাম চিহ্ন ব্যবহৃত হয়?
ক. ড্যাশ খ. হাইফেন গ. কোলন ঘ. উদ্ধরণ চিহ্ন **উ: গ**

২১. কোনটি প্রান্তিক বিরাম চিহ্ন নয়?
ক. দাঁড়ি খ. প্রশ্নচিহ্ন গ. কোলন ঘ. বিস্ময় চিহ্ন **উ: গ**

২২. কোনো কথার দৃষ্টান্ত বিস্তার বোঝাতে বসে?
ক. হাইফেন খ. ড্যাশ গ. সেমিকোলন ঘ. কমা **উ: খ**

২৩. সমাসবদ্ধ পদগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেখানোর জন্য কোন চিহ্ন বসে?
ক. ড্যাশ খ. হাইফেন গ. কোলন ঘ. সেমিকোলন **উ: খ**

২৪. ইলেক বা লোপ চিহ্ন দিতে হয়-
ক. বিলুপ্ত বর্ণের জন্য খ. প্রত্যক্ষ উক্তির জন্য গ. উদ্ধরণ চিহ্নের পূর্বে ঘ. সমাসবদ্ধ পদের জন্য **উ: ক**

২৫. ইলেক বা লোপ চিহ্ন এর ক্ষেত্রে বিরতিকালের পরিমাণ কোনটি হবে?
ক. এক বলার দ্বিগুণ সময় খ. এক উচ্চারণের যে সময় লাগে
গ. থামার প্রয়োজন নেই ঘ. এক সেকেন্ড **উ: গ**

২৬. বর্জনস্থানে শব্দের উপরে লেখা কমা কে বলা হয়-
ক. মিলেক খ. চিলেক গ. তিলেক ঘ. ইলেক **উ: ঘ**

২৭. উদ্ধৃতি চিহ্ন কোথায় বসে?
ক. বাক্যের শেষে খ. শ্লেষাত্মক বাক্যের মাঝে গ. সংলাপে ঘ. প্রশ্নবোধক বাক্যে **উ: গ**

২৮. উদ্ধৃতি চিহ্ন কত প্রকার?
ক. দুই প্রকার খ. তিন প্রকার গ. চার প্রকার ঘ. পাঁচ প্রকার **উ: ক**

২৯. উদ্ধরণ চিহ্নের পূর্বে (খণ্ডবাক্যের শেষে) বসাতে হবে–
ক. কমা খ. কোলন গ. কোলন ড্যাশ ঘ. হাইফেন **উ: ক**

৩০. উদাহরণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণত কোন বিরাম চিহ্ন ব্যবহৃত হয়?
ক. কোলন ড্যাশ খ. ড্যাশ গ. কোলন ঘ. সেমিকোলন **উ: ক**

৩১. বিরাম চিহ্নের অপর নাম কী?
ক. ছেদ চিহ্ন খ. স্থির চিহ্ন গ. বিশ্রাম চিহ্ন ঘ. বিভাজন চিহ্ন **উ: ক**

৩২. প্রান্তিক বিরাম চিহ্ন কোনটি?
ক. কোলন খ. সেমিকোলন গ. দাঁড়ি ঘ. বিন্দু **উ: গ**

৩৩. সমজাতীয় একাধিক পদ পরপর থাকলে কোন বিরাম চিহ্ন বসে?
ক. কোলন খ. সেমিকোলন গ. কমা ঘ. বিন্দু **উ: গ**

৩৪. বক্তার প্রত্যক্ষ উক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কোন বিরাম চিহ্ন বসে?
ক. কোলন খ. উদ্ধরণ চিহ্ন গ. হাইফেন ঘ. সেমিকোলন **উ: খ**

৩৫. শব্দের সংক্ষিপ্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন বিরামচিহ্ন বসে?
ক. সেমিকোলন খ. বিন্দু গ. কমা ঘ. কোলন **উ: খ**

৩৬. বাক্যের পরিসমাপ্তি বোঝাতে কোন চিহ্ন ব্যবহৃত হয়?

ক. কোলন খ. দাঁড়ি গ. হাইফেন ঘ. সেমিকোলন **উ:** খ

৩৭. কোনটি প্রান্তিক বিরাম চিহ্ন নয়?
ক. দাঁড়ি খ. প্রশ্নচিহ্ন গ. কোলন ঘ. বিস্ময়চিহ্ন **উ:** গ

৩৮. 'হায় এ আমার কী হল' বাক্যটিতে পর্যায়ক্রমে বিরামচিহ্ন বসবে-
ক. বিস্ময়সূচক, প্রশ্নবোধক খ. কমা, বিস্ময়সূচক গ. বিস্ময়সূচক, দাঁড়ি ঘ. বিস্ময়সূচক, বিস্ময়সূক **উ:** গ

৩৯. পাঠের বর্জনকৃত অংশ নির্দেশে ব্যবহৃত হয়-
ক. '-চিহ্ন খ. ()-চিহ্ন গ. ... চিহ্ন ঘ. " " চিহ্ন **উ:** গ

৪০. কোনটি বিরাম চিহ্ন নয়?
ক. - খ. , গ. ঃ ঘ. ; **উ:** গ

উপসর্গ

যে সব অর্থহীন শব্দাংশ অন্য শব্দের শুরুতে বসে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে উপসর্গ বলে। উপসর্গের নিজের কোনো অর্থ নেই। কিন্তু নতুন নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরিতে উপসর্গ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই জন্য বলা হয় উপসর্গের অর্থ নেই। কিন্তু শব্দের অর্থের ভিন্নতা তৈরি করার ক্ষমতা আছে।

উপসর্গের কাজ:

১. নতুন শব্দ তৈরি করে। যেমন: বি+বাদ = বিবাদ।
২. শব্দের অর্থের পরিবর্তন করা। যেমন: নি+ক্ষুত = নিক্ষুত

দেশি উপসর্গ ২১টি

অ, অঘ, অজ, অনা, **আ**, আর, আন, আব, ইতি, উনা, কাদ, কু, **নি**, পাতি, **বি**, ভর, রাম, স, সা, **সু**, হা

সাংস্কৃতিক উপসর্গ ২০টি

প্র, পরা, অপ, সাম, **নি**, অনু, অব, নির, দুর, **বি**, অধি, **সু**, উৎ, পরি, প্রতি, অতি, অভি, অপি, উপ, **আ**

বিদেশি উপসর্গ

আরবি উপসর্গ: আম, খাস, লা, গর, বাজে, খায়ের
ফারসি উপসর্গ: নিম, ফি, বে, দর, কার, বদ, না, কম, বর, ব
ইংরেজি উপসর্গ: হেড, সাফ, ফুল, হাফ
হিন্দি উপসর্গ: হর

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ

১. কোন উপসর্গটি ভিন্নার্থে প্রযুক্তি?
ক. উপভোগ খ. উপগ্রহ গ. উপসাগর ঘ. উপনেতা **উ:** ক

২. 'উপাচার্য শব্দটি কোন উপসর্গ?
ক. বিদেশি খ. খাঁটি বাংলা গ. ফারসি ঘ. সংস্কৃত বা তৎসম **উ:** ঘ

৩. ইংরেজি 'Prefix' শব্দকে বাংলায় কী বলে?
ক. অনুসর্গ খ. কারক গ. সমাস ঘ. উপসর্গ **উ:** ঘ

৪. যেসব অব্যয় ধাতু বা শব্দের পূর্বে বসে নতুন নতুন অর্থের সৃষ্টি করে, তাদের বলে-
ক. উপসর্গ খ. কারক গ. অনুসর্গ ঘ. প্রত্যয় **উ:** ক

৫. উপসর্গের কাজ কী?
ক. বর্ণ সংরক্ষণ খ. যতি সংস্থাপন গ. ভাবের পার্থক্য নিরূপণ ঘ. নতুন শব্দ গঠন **উ:** ঘ

৬. 'অজপাড়াগাঁ' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত?
ক. গভীর খ. নিবিড়ো গ. প্রত্যন্ত ঘ. আদি **উ:** গ

৭. 'সজাগ' শব্দের স-উপসর্গ কোন ভাষায়?
ক. সংস্কৃত খ. ফরাসি গ. বাংলা ঘ. আরবি **উ:** গ

৮. 'হা' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়?
ক. কম অর্থে খ. নিকৃষ্ট অর্থে গ. হীনতা অর্থে ঘ. অভাব অর্থে **উ:** ঘ